গাংনীতে শিশু ধর্ষণ চেষ্টা মামলার পলাতক আসামি গ্রেফতার

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলায় শিশু ধর্ষণ চেষ্টা মামলার পলাতক আসামি শাকিল আহমেদ (২৮) কে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। শাকিল আহমেদ গাংনী উপজেলার রামনগর গ্রামের বাগানপাড়া এলাকার মইদুল ইসলােমের ছেলে।

গাংনীর বামন্দী পুলিশ ক্যাম্পের একটি টিম শনিবার (০২ মে) বেলা ১১টার দিকে রামনগর বাজারে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে তাকে গ্রেপ্তার করে।

শাকিলের বিরুদ্ধে চতুর্থ শ্রেণির এক মাদ্রাসা শিক্ষর্থীকে অপহরণ ও ধর্ষণের চেষ্টার অভিযোগে মামলা রয়েছে।

এসব তথ্য নিশ্চিত করেছেন বামন্দী পুলিশ কযাম্প ইনচার্জ পুলিশের উপ-পরিদর্শক শযামা পদ।

ওই ছাত্রী গত ২ এপ্রিল সকালে মাদ্রাসাতে কোরআন পড়তে যাচ্ছিল। পথের মধ্যে তাকে জোর করে মুখ চেপে ধরে নিয়ে পার্শ্ববর্তী একটি গোরস্থানের মধ্যে নিয়ে ধর্ষণের চেষ্টা চালায় শাকিল।

এসময় ওই শিশুটির চিৎকারে স্থানীয়রা ছুটে আসলে সে পালিয়ে যায়।

এঘটনায় শিশুটির মা বাদী হয়ে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনে ২০০০ (সংশোধনী ২০০৩) এর ৭/৩০ ধারায় মামলাটি দায়ের করেন।
মামলার পর থেকেই পলাতক ছিলেন শাকিল আহমেদ।

গাংনী থানার তদন্ত অফিসার আল মামুন এই তথ্য নিশ্চিত করে বলেছেন গ্রেপ্তর শাকিলকে দুপুরে আদালতে পাঠানো হয়েছে।

ঝিনাইদহে শিশু ধর্ষণ চেষ্টা

মামলার পলাতক আসামী গ্রেপ্তার

ঝিনাইদহে চাঞ্চল্যকর চার বছরের শিশু ধর্ষণ চেষ্টা মামলার আসামি মোঃ সাহেব আলী (৫০) কে গ্রেপ্তার করেছে র্যাব।

আজ বৃহস্পতিবার র্যাব-৬, ঝিনাইদহ ক্যাম্পের একটি চৌকস আভিযানিক দল গোপন সংবাদের মাধ্যমে জানতে পারে যে, শিশু ধর্ষণ মামলার পলাতক আসামী ঝিনাইদহ জেলার সদর থানার পোড়াহাটি বাজার এলাকায় আত্মগোপন করে আছে। এমন সংবাদের ভিত্তিতে আভিযানিক দলটি রাত সাড়ে ১২টার দিকে উক্ত বাজার এলাকায় একটি বিশেষ অভিযান পরিচালনা করে মামলার প্রধান পলাতক আসামী মোঃ সাহেব আলী (৫০)কে গ্রেপ্তার করে। গ্রেপ্তারকৃত আসামী প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে উক্ত ঘটনার সাথে তার সম্পৃক্ততার কথা স্বীকার করেন।

উল্লেখ, গত ২১ জুন ২০২৩ ইং তারিখ শিশুটি বাড়ীর পাশে খেলা করা অবস্থায় মিষ্টি খেতে দেওয়ার কথা বলে আসামী নিজের ফাঁকা বসত বাড়ীতে ডেকে নেয়। পরবর্তীতে বিভিন্ন প্রলোভন ও ভয়ভীতি দেখিয়ে নিজ বসত ঘরের মধ্যে নিয়ে শিশু ভিকটিমকে ধর্ষণের চেষ্টা করে। অতপর ভিকটিমের ডাক চিৎকারে আশেপাশের লোকজন এগিয়ে এলে ধৃত আসামী দরজা খুলে পালিয়ে যায়।

বিষয়টি নিয়ে শিশুটির পিতা বাদী হয়ে ঝিনাইদহ সদর থানায় একটি ধর্ষণ মামলা দায়ের করে। ঘটনাটি জানতে পেরে র্যাব-৬ ঝিনাইদহ ক্যাম্পের একটি আভিযানিক দল ছায়া তদন্ত শুরু করে এবং ধর্ষককারীকে গ্রেপ্তারের লক্ষ্যে অভিযান অব্যাহত রাখে।

গ্রেপ্তারকৃত আসামীকে ঝিনাইদহ জেলার সদর থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে।